তারিখ 27 MAY 2017
পৃষ্ঠা ২ ২

দৈনিক আমাদের সময়

অর্থাভাবে ২৮১৩ প্রতিষ্ঠান বন্ধ

৭৫ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর মানবেতর জীবন

এম এইচ রবিন ●

বেসরকারি একটি স্কুলের তথ্যপ্রযুক্তির (আইসিটি) সহকারী শিক্ষক শারমিন আক্তার। ২০০৫ সালে যোগ দেন মাগুরার একটি বেসরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে। পিছিয়ে পড়া এলাকার দরিদ্র মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বেতন নেয় না কর্তৃপক্ষ। কার্যত এখান থেকে কোনো আয় নেই তার। মেয়ে একাদশে, আর ছেলে পড়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে। বাসায় অসুস্থ শাশুড়ি। স্বামীর সামান্য আয়ে টেনেটুনে চলছে যৌথ পরিবারের সংসার। প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত না হওয়ায় মাগুরার এ স্কুলের শিক্ষকরা মানবেতর দিনযাপন করছেন। তাদের মতোই পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন দেশের ৫ হাজারের বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ৭৫ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী। এ ছাড়াও এমপিওভুক্ত হতে না পারায় এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে অনেক বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

জানা যায়, এক যুগেরও বেশি সময় পার করা অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এখনো এমপিওভুক্তির অপেক্ষায় আছে। শিক্ষকদের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নন-এমপিও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) সংখ্যা ৫ হাজার ২৪২। এগুলোয় কর্মরত আছেন ৭৫ হাজারের বেশি শিক্ষক-কর্মচারী। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছে প্রায় ১৪ লাখ ছাত্রছাত্রী।

শিক্ষকরা জানান, ২০১০ সালে নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৮ হাজার ৫৫। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ১

৭৫ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ছিলেন ১ লাখ ২০ হাজার। ছাত্রছাত্রী ছিল প্রায় ১৯ লাখ। এ হিসাবে গত ৬ বছরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে ২ হাজার ৮১৩টি।

জানা গেছে, ২০১৪ সালের আগস্টে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শনে গিয়ে নতুন এমপিও নীতিমালা তৈরির তাগিদ দেন। সে অনুযায়ী মন্ত্রণালয় নীতিমালাও তৈরি করেছে। নীতিমালা হলেও মন্ত্রণালয়ের কোনো বাজেট বরাদ্দ নেই এমপিওর জন্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে বরাদ্দের দাবিতে আন্দোলনে যাচ্ছেন নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীরা। মাগুরা জেলার এএন সম্মিলনী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক জানান, তার স্কুলটি ১৯৯৫ সাল সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। এমপিওভুক্ত হবে, এই আশায় দীর্ঘদিন ধরে বিনাবেতনে ছাত্রছাত্রীদের পড়াচ্ছেন স্কুলের ১৩ শিক্ষক।

২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত পাবনার আখরা আইডিয়াল একাডেমির একজন শিক্ষক জানান, তাদের বিদ্যালয়টি ২০০৫ সাল থেকে সরকারের স্বীকৃতি পেয়েও এমপিও সুবিধাবঞ্চিত। নোয়াখালী শহীদ আহম্মদ আলী মহিলা দাখিল মাদ্রাসা ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত। নেই এমপিও সুবিধা। ২০০১ সালে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত তারাগুনিয়া নিম্নমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় সরকারের সব শর্ত পূরণ করেও ১৫ বছরে এমপিওভুক্ত হয়নি। বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক নাম না প্রকাশ করা শর্তে বলেন, স্বল্প বেতনে শিক্ষকরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এমপিওভুক্ত না হলে বিদ্যালয়টিতে পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ভবিষ্যতে হয়তো আর সম্ভব হবে না। এমপিওবঞ্চিত একাধিক শিক্ষক-কর্মচারী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তীব্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী তিন মাসের মধ্যে এমপিওভুক্ত করার আশ্বাস দেন ২০১২ সালের ডিসেম্বরে। কিন্তু তা আদৌ বাস্তবায়ন হয়নি, এমনকি আগামী ২০১৭-১৮ অর্থবছরের নতুন বাজেটেও এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট ঘোষণা থাকবে কিনা সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই।

এ প্রসঙ্গে নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের সভাপতি অধ্যক্ষ মো. এশারত আলী আমাদের সময়কে বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে এমপিওভুক্তির ঘোষণা দেওয়া না হলে শিক্ষকরা দাবি আদায়ে কঠোর আন্দোলনে যাবেন। সরকার যখন মানসম্পন্ন লেখাপড়ার কথা বলে তখন আমাদের জীবন-জীবিকার কথা কি চিন্তা করে?

নতুন এমপিওভুক্তির বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি সময়েরও দাবি। আমরাও এমপিও দেওয়ার ব্যাপারে পদক্ষেপ নিচ্ছি। নতুন বাজেটে যদি অর্থ বরাদ্দ করা যায়, তা হলে সমস্যা থাকবে না। তাই আমরা অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে এ ব্যাপারে বৈঠক করেছি।

শিক্ষাবিদ ড. মোজাম্মেল হক চৌধুরী মনে করেন, শিক্ষকদের অভুক্ত রেখে সেখানে ভালো লেখাপড়া প্রত্যাশা করা যাবে না। শিক্ষকদের তাদের প্রাপ্য বেতন-ভাতা দিতে হবে। মন্ত্রণালয় কয়েক বছর ধরে বলে আসছে, বাজেট নেই। আমার প্রশ্ন– শিক্ষার বাজেটের সঙ্গে শিক্ষকদের এই বেতন-ভাতা থাকবে না কেন? ২০১০ সালে সর্বশেষ ১ হাজার ৬০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়। এর আগে এমপিওভুক্তির কার্যক্রম বন্ধ ছিল ৬ বছর। ২০১৩ সাল থেকে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনুমোদনের সময় শর্ত জুড়ে দেওয়া হচ্ছে, এমপিও সুবিধা দাবি করা যাবে না।